একশ বছর
একশ ছবি
এক নেতা
এক দেশ
একটি গল্প

মুজিব ১০০

স ম্পা দ না

সব্যসাচী হাজরা
সজল আহমেদ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

উ ৎ স র্গ

সেই আলোকচিত্রীদের
যাদের লেন্স একটি স্বাধীন জাতির উত্থানের সাক্ষী

কৃ ত জ্ঞ তা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অক্লান্ত-কর্মমুখর মহাজীবনকে যে আলোকচিত্রীরা ফ্রেমবদ্ধ করেছিলেন তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অসীম।
এ গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে মোহাম্মদ আলম, আমানুল হক, রশীদ তালুকদার, আফতাব আহমেদ, মোয়াজ্জেম হোসেন, হাজী মোহাম্মদ জহিরুল হক, মোকাদ্দাস আলী, গোলাম মাওলা, রফিকুর রহমান, মোশাররফ হোসেন ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলামসহ আরও অনেক আলোকচিত্রীর কাজ। কিন্তু কোনটি কার তোলা ছবি, সেটি যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়নি। এর বাইরেও আছে অসংখ্য দেশি ও বিদেশি সূত্র থেকে পাওয়া আলোকচিত্র। সকলের কাছেই আমরা ঋণী।
জাতির পিতার উদ্ধৃতিসমূহ চয়ন করা হয়েছে কারাগারে বসে লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* এবং গণচীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থটি হতে। এছাড়া পাকিস্তানের সাংসদ থাকাকালীন তার ভাষণগুলো সংগৃহীত হয়েছে হাক্কানী পাবলিশার্স-এর প্রকাশনা *Speeches of Sheikh Mujib in Pakistan Parliament, Volume 1* হতে। আর স্বাধীন দেশে জাতির পিতার ভাষণগুলোর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের (ডিএফপি) *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ* গ্রন্থটি। এছাড়াও কয়েকটি উদ্ধৃতি সংগৃহীত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির ওয়েবসাইট (www.mujib100.gov.bd) এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইট (www.albd.org) থেকে।
এছাড়াও এই প্রকাশনায় সন্নিবিষ্ট তথ্য ও উদ্ধৃতিসমূহ ন্যাশনাল আর্কাইভস ও বাংলা একাডেমির মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ১৯৪৮-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত *আজাদ*, *পয়গাম*, *দৈনিক পূর্বদেশ*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ডন, *দৈনিক বাংলা*, *দৈনিক বাংলার বাণী*সহ বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাপেক্ষে যাচাইবাছাই করা হয়েছে।

মু খ ব ন্ধ

যেখানে ঘুমিয়ে আছ, শুয়ে থাক
বাঙালির মহান জনক
তোমার সৌরভ দাও, দাও শুধু প্রিয় কণ্ঠ
শৌর্য আর অমিত সাহস
টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামগুলো
তোমার সাহস নেবে,

নেবে ফের বিপ্লবের দুরন্ত প্রেরণা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, তাঁর সংগ্রাম এবং অর্জনসমূহ প্রস্ফুটিত হয়েছে এ গ্রন্থে সংকলিত অনন্য আলোকচিত্রসমূহের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু আজীবন বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক মুক্তি ও তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন। বাঙালির জন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি আশাবাদী যে, এ গ্রন্থটি ইতিহাসের ধারক হিসেবে পাঠকদের কাছে আদৃত হবে এবং বঙ্গবন্ধুর দর্শন-জীবনকে চিরজাগরূক রাখতেও ভূমিকা রাখবে।
আমি আলোকচিত্রীদের, সম্পাদকদের এবং এ গ্রন্থটির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে চাই তাদের এ দুর্দান্ত সংকলনের জন্য। আমার বিশ্বাস মানুষ এ আলোকচিত্রগুলির মাধ্যমে আমাদের প্রাণপ্রিয় জাতির পিতার জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং বিশেষত নতুন প্রজন্ম হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাশ্বত আদর্শের আলোকে আলোকিত হবে।

কামাল চৌধুরী

কবি ও প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

স ম্পা দ কী য়

স্বাধীনতা যেমন বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জনের সুযোগ পেয়েছি, বঙ্গবন্ধুচর্চাও সেরকমই 'দাম দিয়ে কেনা'র মতোই একটি মাইলফলক। দুই যুগের বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে বঙ্গবন্ধু শব্দটি ফিরে পাওয়া আমাদের শৈশব-কৈশোরের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু শব্দের সাথে আমাদের পরিক্রমার সূচনা, সেই পরিক্রমা অবধারিত ভাবেই আদ্যোপান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল সন্ধান। বলাই বাহুল্য একটি নাম, একজন মানুষের জীবনপরিক্রমার মধ্যে দিয়ে একটি মানচিত্রের অভ্যুদয় মূর্ত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরের প্রজন্মগুলির কাছে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন একটি অনন্য ঘটনা। ইতিহাসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ ও মননের এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে যে যার মতো করে শামিল হয়েছেন। সাহিত্য, গবেষণা, চলচ্চিত্রসহ নানা মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু চর্চার এই সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই কাজগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দেশ ও দেশের বাইরের মানুষের ইতিহাসবীক্ষার রসদ যোগাবে।

আমাদের বঙ্গবন্ধু পাঠের ভাষা খুব আটপৌরে। ক্যামেরার লেন্সে ধরে রাখা দিনপঞ্জির খতিয়ান মিলিয়ে একটি জীবনকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা। ফ্রেমের পর ফ্রেম সাজিয়ে যে গল্পটি অবশেষে ফুটে ওঠে তা আমাদের আবেগে আনন্দে আপ্লুত করে, তাগাদা দেয় সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার। সমকালীন আলোকচিত্রীরা তাঁকে যেভাবে দেখেছেন, দেখাতে চেয়েছেন তার সামগ্রিক আবেদন কেবল মামুলি দৃশ্যমালা নয়। মানুষের কাতারে, মানুষের সান্নিধ্যে, মানুষের আহ্বানে একজন শেখ মুজিবের নেতা থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার যাত্রা মূর্ত হয়ে ওঠে হিরণ্ময় স্থিরচিত্রগুলোতে। ক্রমানুসারে সাজানো আলোকচিত্রের পাশে বঙ্গবন্ধুর কিংবদন্তি উক্তিগুলো বাঙ্ময় করে তোলে বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ অভ্যুদয়ের স্মারকগুলোকে।

বাঙালি জাতিসত্তার হাজার বছরের আরাধ্য স্বাধীনতার রূপকার, অনিন্দ্যকান্তি অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিনযাপনের গল্পটি যদি আমাদের মতো আরো কারো চিন্তায় অনুরণিত হয়, সেটাই এই উপস্থাপনার একমাত্র অনুপ্রেরণা।

আমরা বাঙালি।
বাংলাদেশ আমাদের দেশ।
এটাই আমাদের
একমাত্র পরিচয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

০১
এক

১৯৪০। তিনি বাঙালি জাতির জনক। পথপ্রদর্শক, মুক্তিদাতা। সফল রাষ্ট্রনায়ক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ফুটবল দলে।